জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৶০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুশিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 10th Mar. 1954 { ৪১শ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট. কলিকাতা ১২

- C. P. SERVICE

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চল্‌তি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২১,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৬০ সাল

"ভীখ্ দে না দে, মাঈ! কুত্তা সামাল্"

—০—

এক ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক এক গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া কাতর কণ্ঠে, যতদূর শক্তিতে কুলায় চীৎকার করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবামাত্র, গৃহকর্ত্রীর অনেকগুলি পোষা কুকুর চারিদিক হইতে ঘেউ, ঘেউ, করিয়া উঠিল। বেচারা ভিখারী গৃহস্থের বাড়ীতে প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আপাততঃ কুকুর দংশনের হাতে নিস্তার পাইবার জন্য আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিয়া উঠিল "ভীখ্ দে না দে মাঈ! কুত্তা সামাল্।"

যে দেশে শতকরা ৮৫ জন লোক নিরক্ষর, বাকি শতকরা ১৫ জন লোক আক্ষরিক অর্থাৎ অক্ষর পরিচয় আছে তাঁদের। অক্ষর পরিচয় যাঁদের আছে, তাঁদের মধ্যে শিক্ষিত কত জন, তাহা জানা না গেলেও, তাঁদের সংখ্যা অতি সামান্য। ইংরেজ ২০০ বৎসরে ভারতে শিক্ষার উন্নতির জন্য দশ এগারটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যে শিক্ষা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন তাহা—ইহাই।

শিক্ষিত মানুষ তৈরীর কারখানা হইল বর্ত্তমানে মাধ্যমিক স্কুল, তার চেয়ে উন্নত কারখানা কলেজ। আমাদের জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির মধ্যে দুইটি ছেলেদের পড়িবার, একটি মেয়েদের পড়িবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি হাই মাদ্রাসা ও একটি আই. এ. এবং আই. এস-সি. পর্য্যন্ত পড়িবার কলেজ আছে।

দিন কয়েক পূর্ব্বে জঙ্গিপুর কলেজের জনৈক অধ্যাপক আমাদের ছাপাখানায় আসিয়া বলিলেন—জঙ্গিপুর এবং গ্রামাঞ্চলের জন্য একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন মনে ক'রে এখানে এসেছি। সত্য কথা বলিতে কি আমরা আক্ষরিকের মধ্যে হইলেও এই সব শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে আসিতে দ্বিধা বোধ করি। প্রথমতঃ বিদ্যা বাহির হইয়া পড়িবে—এই এক ভয়, দ্বিতীয়তঃ যদি এই মহৎ ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করা হয়, তখন স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত গানের দেশভক্ত হইবার ভয় উপস্থিত হয়। সভা আর ভাষণ শুনিলেই ভীতির সঞ্চার হয়। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন—

* * *

"নিয়ে ভিক্ষার ঝুলি নির্ভয়ে তুলি,
ধর্ম্মের নামে চাঁদা গো—
ন্যায় হরিনাম শুনে, টাকা হাতে গুণে,
আছে আজো বহু গাধা গো।

* * *

খোলহ ফণ্ড, হবে না পণ্ড,
করোনা ভয় কি ভাবনা—
গুরুর কৃপায় দশজনে খায়—
আমরাই কেন খাব না।"

জিয়াগঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও মোরগ্রাম স্কুলের বিদেশী শিক্ষকের কার্যকলাপ মনে হইলেই শঙ্কার উদয় হয়। ইহার দু' একদিন পরেই স্থানীয় **নির্দ্দলীয় ভারতী** পত্রিকায় নিম্নের লেখাটি পড়িলাম—

ছাত্রসমাজের কর্ত্তব্য

জঙ্গীপুর মহকুমা পশ্চিম বাঙ্গলার অন্যতম পিছিয়ে-পড়া দেশ। কিন্তু সময় এগিয়ে চলার সাথে সাথে আমাদের মহকুমাও এগিয়ে চলেছে উন্নতির পথে। 'ভারতী' পত্রিকা সেই উন্নতির অন্যতম সহায়ক। সমাজের কলুষ-কালিমা নির্ভীকভাবে দূর করার যে সাধনা 'ভারতী' পত্রিকা নিয়েছে, আমরা আশা করি এই সাধনাই দেবে তাকে চলার শক্তি। এ ছাড়াও সংবাদ, সাহিত্য, দেশের অতীত-ইতিহাস উদ্‌ঘাটন সকলই প্রশংসার যোগ্য। জঙ্গীপুর উন্নতির পথে এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা শুধু 'ভারতী'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সমাজের হিতৈষীরাও এদিকে তৎপর। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় সংস্কৃতিপ্রেমিদের যে সভা জঙ্গীপুর মহাবিদ্যালয়ে আহ্বান করেন, তাতে দেশের সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক ছাত্রসমাজের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদের এই অনুপস্থিতির কারণ কি. তাহা বুঝতে পারা গেল না। তাঁরা কি সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে আছেন, না তাঁরা মনে করেন যে, শুধু হৈ-হুল্লোড়ের মাঝেই সমাজের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তাঁদের কাছে শুধু এই অনুরোধ দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলির মধ্যে তাঁরা যেন স্থান করে নেন। সমাজের যে বিরাট দায়িত্ব ছাত্রসমাজের ওপর অর্পিত, সে দায়িত্বপালন সহজসাধ্য হবে যদি ছাত্রসমাজ এই সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলির মাঝে অংশ গ্রহণ করেন।

অরুণ রায়
সাহিত্য-সম্পাদক, জঙ্গীপুর মহাবিদ্যালয়।

"ভারতী"র গুণমুগ্ধ ও অধ্যাপক মহাশয়ের পরিকল্পনার একনিষ্ঠ সমর্থক এই সাহিত্য-সম্পাদকের পরিচয় পাইলাম একটি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রের নিকটে। তিনি বলিলেন—"আপনারা ইঁহাকেও চিনেন ইঁহার পিতাকেও চিনেন। ইনি জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং (ভারতীর জন্য বিশেষ-ভাবে লিখিত) "জঙ্গীপুরের কথা"র লেখক—শ্রীঅবনীকুমার রায় এম. এ র পুত্র, কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আজকের (৪ঠা মার্চ্চ) ওঁর পিতৃদেবের লেখার মধ্যে যে অভিনবত্ব পাইবেন, তাহাতে তিনি শিক্ষক-সংগ্রামে কারামুক্ত হইয়া আসিয়া এপার ওপারের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের যে সম্মান পাইয়াছেন, আপনারা তাহা অপেক্ষা বেশী সম্মান দেখাইতে বাধ্য হইবেন। পিতা ও পুত্র দুই পুরুষের লেখনী সঞ্চালনে ভারতী পত্রিকা সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!" বলিয়া কাগজের শেষ পাতা বাহির করিয়া দাগ দেওয়া অংশটি পড়িতে বলিলেন।

"দফরপুরের কমলে কামিনীর মেলা"

ছাত্রটী দাগ দিয়াছেন—অপুত্রক, ব্যপদেশে ও নিষ্ক্রীয়তা এই তিনটি শব্দে। শেষেরটি বানান ভুল, বাকি দুটি শব্দে দাগ দেওয়া কেন? বলায় তিনি উত্তর করিলেন—পঙ্কজ বাবু নিঃসন্তান কিন্তু ছেলে-পিলে না থাকায় "অপুত্রক" লেখা যে ভুল সে

খেয়ালও নাই। 'ব্যপদেশ' মানে ছল, ছুতো, মাষ্টার মহাশয় "উপলক্ষে" না লিখিয়া "ব্যপদেশে" লিখিয়াছেন। শ্রীমন্ত কি বাণিজ্য করিতে যান নাই? বাণিজ্যের ছলে গিয়াছিলেন? এইবার শ্রীমন্তের উপাখ্যানটি পাঠ করুন। পড়িয়া ধেই ধেই করিয়া নাচিয়া উঠিবেন। বলিতে বাধ্য হইবেন— এ কাগজ দেশের গতি না করিয়া ছাড়িবে না। অবনী বাবু উপাখ্যানটি লিখিয়া "কবিকঙ্কন চণ্ডী"র কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর স্বর্গীয় আত্মাকেও যন্ত্রণা দিয়াছেন। যে কাহিনী বাঙলার ছেলেমেয়েরা জানে, এম. এ. পাশ শিক্ষক তাহা না জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সমাজের বিরাট দায়িত্বের সমঝদার, সংস্কৃতি সমর্থক, ছাত্রদের হৈ-হুল্লোড় বিরোধী, সুযোগ্য পুত্রের বর্ণিত পিছিয়ে-পড়া দেশবাসীর অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া যা তা বলিয়া পার পাইবেন, ইহা যেন মনে না করেন। অবনী বাবু লিখিত শ্রীমন্ত উপাখ্যান হুবহু নিম্নে দেখুন—

"কথিত আছে সপ্তগ্রামের শ্রীমন্ত সদাগর বাণিজ্য ব্যপদেশে লঙ্কা দ্বীপে গমন করেন। সেখানে রাজ রোষে পতিত হয়ে তিনি বন্দী হন। তাঁর পুত্র ছিলেন একজন বড় সাধক। তিনি পিতার মুক্তির জন্য সিংহলে গমন করেন এবং রাজসকাশে পিতার মুক্তি প্রার্থনা করেন; বলেন তাঁর পিতাকে মুক্তি দিলে তিনি দেবী কমলে কামিনীর কৃপালাভে সমর্থ হবেন। শ্রীমন্তপুত্রের একথা বিশ্বাস না করে তিনি বলেন যে দেবীকে সশরীরে দেখাতে পারলে তিনি তাঁর পিতাকে মুক্তি দেবেন। শ্রীমন্তপুত্রের সঙ্গে রাজা সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হন এবং দেখেন দেবী কমলে কামিনী পদ্মাসনা এবং তাঁর দুই পার্শ্বস্থিত দুই হস্তীর শুভ্র জলধারায় স্নানরতা। দেবীর জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখে রাজা বিস্মিত হন এবং শ্রীমন্তকে মুক্তি দেন। সেই থেকেই নরলোকে দেবী কমলে কামিনীর আবির্ভাব।"

যে কাগজের চারিজন সম্পাদক! তার মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমা শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীশরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে এম. এ. অন্যতম! আর একজন শিক্ষাব্রতী আছেন জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক! অন্য একজন কাশ্যপ বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ! এতগুলি জহুরীর পরিচালিত বিপণিতে খাদমিশ্রিত মেকী চালাইয়া বেদাগ চলিয়া গেল ধাপ্পাবাজ স্বর্ণকার! "কমলে কামিনী ও শ্রীমন্তের মশান" বাঙলার মেয়েরা, গ্রামের নিরক্ষর চাষীরা পর্য্যন্ত জানেন। ধন্য এম. এ.! ধন্য শিক্ষাবিভাগ! এই সব শিক্ষক, যাঁরা যা জানেন না, তাই সংবাদপত্রে ছাপাইতে তাঁদের বুক কাঁপে না! মহকুমার শিক্ষক সমিতির সম্পাদকই যে কাগজের অন্যতম সম্পাদক সেই কাগজে এই গলদ! লেখক-শিক্ষক শুধু লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পাঠার্থী সন্তানকেও তাঁর নোংরা লেখার খোসনামী করিয়া সেই পত্রিকার দালালী করিতে এবং সহাধ্যায়ীদের হৈ-হুল্লোড় ছাড়িয়া তাহার মত আদর্শ ছাত্র হইবার উপদেশ দিবার সাহসও দিয়াছেন।

কুক্কুর-দংশন-ভীত ভিক্ষার্থীর মত শিক্ষার্থীরা এই জাতীয় শিক্ষক-লেখকদের হাতে নিস্তার পাইবার জন্য শিক্ষা বিভাগকে বলিতে বাধ্য হইবে —"কুত্তা সামাল্।"

ধুলিয়ানে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষণ কেন্দ্র

গত ৫ই মার্চ্চ জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের সভাপতিত্বে জেলা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি পরিচালিত ধুলিয়ান রাষ্ট্রভাষা শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি রবিবার সকাল ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত কাঞ্চনতলা হাই স্কুলে ক্লাস চলিতেছে।

শোক সংবাদ

গত ১৯শে ফাল্গুন বুধবার রাত্রে বালিঘাটা নিবাসী তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় ৬৪ বৎসর বয়সে যকৃৎ ও কণ্ঠরোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তারাপদ বাবু ছিলেন মহকুমা ট্রেজারীর পোদ্দার। তিনি বহুদিন ধরিয়া জঙ্গিপুর সাবজেলের কেরাণীর কাজও করিয়াছিলেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকবিহ্বল হইয়া প্রায়ই হা-হুতাশ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া উঠে। পুত্রশোকাতুরা পত্নীর সান্ত্বনার জন্য একমাত্র কন্যাকে স্বগৃহেই রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে একটু ব্যয়াধিক্যে পড়িয়া বিপন্ন বোধ করিতেছিলেন। একটী দৌহিত্র আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সবেমাত্র সামান্য উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া খুব আশান্বিত হইতেই ভগবান তাঁহার সকল চিন্তার অবসান করিলেন। তাঁহার অশীতিপর বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিতা আছেন। বৃদ্ধা মাতা, বিধবা পত্নী, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী এবং অন্যান্য শোকার্ত্ত স্বজনগণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া আমরা পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

গত ২০শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রে জঙ্গিপুরের ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিধবা পত্নী, তিন পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

অপেরীণ

ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কল্‌কাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, ব্যাঙ্ক, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় :—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।